২০১০ সালের এসএসসি পরীক্ষা ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

অভিমত

খান কলিমুল্লাহ

২০১০ সালের এসএসসি পরীক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন। কিন্তু ২০০৮ সালে যারা নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী তাদের পাঠ্যপুস্তকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের আলোচনা/ উদাহরণ/ অনুশীলনী নেই। তবে পাঠ্য পুস্তকের শেষ অংশে এক সেট নমুনা প্রশ্নপত্র দেয়া আছে। সরবরাহকৃত পাঠ্যপুস্তকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের উদাহরণ, সমাধান এবং অনুশীলনী না থাকায় শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান থাকবে অসম্পূর্ণ। পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রধান উপকরণ হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষক এবং অভিভাবক সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। আর্থিক কারণে গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর একমাত্র সম্বল পাঠ্যপুস্তক। তাই পাঠ্যপুস্তকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। সরবরাহকৃত পাঠ্য পুস্তক নতুন আঙ্গিকে লেখা নয় বলে বই পড়ে শিক্ষার্থীর সাহায্য পাওয়ার পথ রুদ্ধ। তাই শিক্ষার্থীরা হতাশ। আগ্রহী অভিভাবকগণ পাঠ্যপুস্তক পড়ে সন্তানকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হওয়ায় হতাশ। পাঠ্যপুস্তক মূলত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত হলেও আমাদের মতো দেশে যেখানে শিক্ষা উপকরণের প্রকট অভাব বিদ্যমান সেখানে শিক্ষককেও পাঠ্যপুস্তকের উপর ভিত্তি করেই পাঠ পরিকল্পনা করতে হয়। শিক্ষকরাও পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। তারাও অনেকে হতাশ। যাঁরা কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতির উপর স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাঁদের পিছনে শিক্ষার্থীরা ঘুরতে বাধ্য। ফলে অর্থ বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য অভিভাবকদের ব্যয় বৃদ্ধির চাপ বাড়ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে বই রচনা করা/ করতে হয়। তা না হলে ভাল ফল আশা করা যায় না।

উল্লেখ্য, একবার দেশে এমন ব্যবস্থা 'এসো নিজে করি' বিজ্ঞানে চালু হলো। প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন হয়নি। কয়েক বছর পর এ পদ্ধতি পরিহার করা হয়। ১৯৮৩ সালে শিক্ষা বছরের প্রারম্ভে মাধ্যমিক স্তরে যে একমুখী শিক্ষাক্রম চালু হয়েছিল তাতে ছিল সমন্বিত সাধারণ বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক। অনেক বিদ্যালয় বিশেষ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষার ভৌত সুবিধাদির অভাব এবং বিজ্ঞান শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবে একই বছর ১৭ জুলাই দ্বিমুখী শিক্ষাক্রম চালু করা হয়। সাধারণ বিজ্ঞানের বিকল্প হিসাবে দেয়া হয় সমাজ (সোমাজিক) বিজ্ঞান। ফলে যারা সামাজিক বিজ্ঞান নিয়েছে ৬/৭ মাসের সাধারণ বিজ্ঞানের চর্চা তাদের কোন কাজে আসেনি। শুধু সময়ের অপচয় হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের সাধারণ বিজ্ঞান বই ক্রয়ে অর্থ অপচয় হয়েছে। ইংরেজী এবং গণিত বিষয়ে অনেক শিক্ষার্থীর ভীতি আছে। তাই এ দুটি বিষয়ে পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা আশানুরূপ ফল করতে পারে না। আশার কথা হচ্ছে, ইংরেজী বিষয়ে সংস্কারকৃত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন থাকছে না। অর্থাৎ প্রচলিত পদ্ধতিতেই ইংরেজী পরীক্ষা হবে। সংস্কারকৃত পদ্ধতিতে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন এবং বহু নির্বাচনী প্রশ্ন থাকবে আবশ্যিক গণিতে। এ গণিত বিষয়ে আলোচনা দরকার মনে করি। ১৯৮৩ সালে প্রবর্তিত শিক্ষাক্রম চালু থাকতেই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন চালুর সিদ্ধান্ত হয়। ৫০ নম্বরের জন্য থাকে ৫০টি বহু নির্বাচনী প্রশ্ন। সময় বরাদ্দ থাকে ৫০ মিনিট। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় গণিত বিষয়ে। গণিতের বহু নির্বাচনী প্রশ্নের সমাধান করতে অতিরিক্ত সময় এবং কাগজের প্রয়োজন। এ নিয়ে সমালোচনা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে একটি কমিটি দেশের বিভিন্ন স্থানের কয়েকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সরেজমিন যাচাই করে যে প্রতিবেদন তৈরি করেন তাতে প্রস্তাব ছিল—৫০ নম্বরের জন্য ২৫টি প্রশ্ন থাকবে এবং সময় ৫০ মিনিট থাকবে। এ প্রস্তাব তৈরির কয়েক দিনের মধ্যে নতুন সরকার ঘোষণা দিল গণিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকবে না। আজ পর্যন্ত মাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকে না। প্রচলিত সিলেবাসেও গণিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উল্লেখ নেই।

সংস্কারকৃত পদ্ধতিতে গণিতে বহু নির্বাচনী প্রশ্ন থাকবে ৪০টি, সময় ৪০ মিনিট, নম্বর থাকবে ৪০। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন নম্বর থাকবে ৬০। সাধারণ শিক্ষার্থীর জন্য গণিতে ৪০টি বহু নির্বাচনী প্রশ্নের উত্তর ৪০ মিনিটে দেয়া সম্ভব কি না সরেজমিনে জরিপ করে সিদ্ধান্ত নেয়া আবশ্যক।

মাধ্যমিক গণিত বইয়ের শেষ অংশে বহু নির্বাচনী এবং কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের যে নমুনা সংযোজন করা হয়েছে তা আমি পড়ার সুযোগ পেয়েছি। যে ত্রুটি-বিচ্যুতি পেয়েছি সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ :

(১) প্রশ্নে এমন প্রতীকও ব্যবহার করা হয়েছে যা বোর্ডের পাঠ্যবইয়ে অনুপস্থিত। (২) প্রশ্নে এমন এককও ব্যবহার করা হয়েছে যা বোর্ডের পাঠ্যবইয়ে অনুপস্থিত বা সেকেলে। (৩) ভাষায় অসঙ্গতি। (৪) এমন পুরনো ধারণা দেয়া হয়েছে যার পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ধারণার সঙ্গে মিল নেই ও অসঙ্গতিপূর্ণ। (৫) এমনও আছে প্রশ্নে যা চাওয়া হয়েছে তা প্রশ্নবিদ্ধ/ বুদ্ধিদীপ্ত নয়।

হয়ত যারা নমুনা প্রশ্ন তৈরি করেছেন সময়ের স্বল্পতার জন্য তাড়াহুড়া করেছেন কিন্তু যাঁরা বিভিন্ন বোর্ডের গণিতের প্রশ্ন তৈরি বা পরিশোধন করবেন তাঁরা তো এ নমুনা প্রশ্নের আঙ্গিকেই করবেন। বিভিন্ন বোর্ডে এ রকম প্রশ্ন হলে প্রচার মাধ্যমে আসবে। পরীক্ষার্থীদের প্রতি সাধারণ মানুষের সহানুভূতি বৃদ্ধি পাবে। এটা বোর্ডের জন্য বিব্রতকর হতে পারে। বোর্ডের সুনাম বিঘ্ন হতে পারে।

সরবরাহকৃত পাঠ্যপুস্তক এবং পদ্ধতির সমন্বয়ের অভাবে গণিতে শিক্ষার্থীদের ভীতি বাড়ার তথা ঝরে পড়ার আশঙ্কা। শুধু তাই নয়, মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও গণিতে বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকছে। এ বিপর্যয়ের দায়িত্ব যার উপরই বর্তাক না কেন অনেক শিক্ষার্থী/ পরীক্ষার্থীর উজ্জ্বল স্বপ্ন বিঘ্নিত হবে। তাদের উদ্যোগ, উদ্যম এবং কর্মস্পৃহা ব্যাহত হবে। এটা জাতীয় ক্ষতি। অনেক পিতা-মাতা সন্তানদের মঙ্গলের জন্য সম্ভাব্য ত্যাগ স্বীকার করেন/ করতে প্রস্তুত। কিন্তু জেনেশুনে সন্তানদের মঙ্গলের পথে সংশয় মেনে নিতে নারাজ। এমনকি দিশেহারাও হতে পারেন। যাদের কারণে সন্তানদের মঙ্গলে সংশয় সৃষ্টি হয় তাদের প্রতিপক্ষ মনে করা অসম্ভব নয়। আজকের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে দেশ গড়ার কাজে লাগবে। কেউবা দেশের নেতৃত্ব দেবে। কাজেই তাঁদের সঠিকভাবে পরিচালনা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তারা যেন ভুল সিদ্ধান্তের শিকার না হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখা সকলের দায়িত্ব। শিক্ষানীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দায়িত্ব হলো শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকারের। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় আনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কর্তৃপক্ষ যদি বহু নির্বাচনী প্রশ্ন ও কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন চালু করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় তবে একমুখী শিক্ষাক্রমের জন্য যে গণিত বই তৈরি আছে তা চালু করতে পারে। কারণ ঐ বই বহু নির্বাচনী প্রশ্ন এবং কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন সমন্বয়ে তৈরি। শিক্ষাক্রম একমুখী, দ্বিমুখী বা বহুমুখী যাই হোক না কেন গণিত বিষয় আবশ্যিক তো থাকছেই। চাহিদা (বহু নির্বাচনী প্রশ্ন ও কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন) অনুযায়ী পাঠ্যবই সরবরাহ না করা পর্যন্ত সংস্কার পদ্ধতি স্থগিত করা যায় কি না তা বিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ
আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল
ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।

দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ... 5 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২